(BANGLA)

jannati mahal ka soda

জান্নাতী মহল ক্রয়

- প্রতেক নেক বান্দাদের সম্মান করুন
- বে-আদবের করুন পরিণতি
- ইবাদাত থেকে দূরে থাকার পরিনাম
- ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের দু'টি স্মরণীয় ঘটনা
- শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করার উপায়
- অহেতুক ভবন নির্মাণে কোন কল্যাণ নেই

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারূল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

জান্নাতী মহল ক্রয়[১]

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার মধ্যে পরকালীন চিন্তাধারা অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, দয়ার ভান্ডার, রহমতের নবী, রাসুলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী দু’জন বন্ধু যখন পরস্পর মিলিত হয়, অতঃপর পরস্পর মুসাফাহা করে এবং **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তখন তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাঁদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৯৫১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এ বয়ানটি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতীক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা**, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**তে (২৭শে রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী ২৮-০৯-২০০৮ইং) প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হল। ---- মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

একদা হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বসরার এক মহল্লাতে নির্মাণাধীন একটি আলিশান ভবনের ভিতর প্রবেশ করে। তিনি দেখলেন, এক সুদর্শন যুবক, রাজমিস্ত্রী, জোগানদার এবং অন্যান্য কর্মচারীদেরকে মনোযোগের সাথে বিভিন্ন কাজের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সাথী হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন সুলায়মান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন: দেখুন এ যুবকটি ভবনটির নির্মাণ ও চাকচিক্যের কাজে কেমন মগ্ন হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা দেখে তার প্রতি আমার দয়া চলে আসছে। আমি তার জন্য **আল্লাহ্**র দরবারে প্রার্থনা করতে চাই। তিনি যেন এই অবস্থা থেকে যুবককে মুক্তি দান করেন। এ যুবক যদি জান্নাতী হয়ে যায় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা বলে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সঙ্গে নিয়ে সে যুবকটির কাছে গেলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। সে যুবকটি তাঁকে চিনতে পারল না। যখন তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন, তখন সে যুবকটি তাঁকে খুবই সমাদার ও সম্মান করল এবং তাঁকে তার ভবনে আগমন করার কারণ জিজ্ঞাসা করল। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সে যুবকটির উপর ইনফিরাদী কৌশিশ শুরু করে) তাঁকে বললেন: আপনি এ আলিশান ভবনটি নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছেন? যুবকটি বলল: এক লক্ষ দিরহাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আপনি যদি ঐ এক লক্ষ দিরহাম আমাকে দিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে এমন এক আলিশান ভবন প্রদানের দায়িত্ব নেব যা এর চেয়েও অধিক সুন্দর ও স্থায়ী হবে। সে ভবনটির মাটি মেশক ও জাফরানের, তা কখনো ধ্বংস হবে না। শুধুমাত্র ভবন নয়, বরং এর সাথে সেবক সেবিকা লাল ইয়াকুত পাথরের গুম্বজ, শানদার ও সুন্দর সুন্দর তাঁবু, প্রভৃতি থাকবে। দুনিয়ার কোন প্রকৌশলি তা নির্মাণ করেনি বরং তা কেবল **আল্লাহ্ তা'আলা**র কুন (অর্থৎ হয়ে যাও) দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। যুবকটি বলল: আমাকে এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখার জন্য একরাত সময় দিন। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: বেশ ভাল কথা, আপনি চিন্তা করে দেখুন।

তার সাথে এ আলোচনার পর তাঁরা সেখান থেকে চলে আসলেন। রাতে সে যুবকটির কথা হযরত সায়্যিদুনা মানিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বারবার মনে পড়ছিল এবং তিনি তাঁর কল্যাণের জন্য **আল্লাহ্**র দরবারে দো'আও করেছিলেন। সকালে তিনি পুনরায় সে যুবকটির নির্মাণাধীন ভবনের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, যুবকটি তাঁর জন্য ভবনের দরজায় অপেক্ষা করছে। তাঁকে দেখে যুবকটি সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: গতকালের কথা কি আপনার মনে আছে? হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: মনে থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে তখন যুবকটি একলক্ষ দিরহামের একটি থলে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাতে সমর্পন করে বললেন: এই হচ্ছে আমার পূঁজি, আর এই কলম, দোয়াত/কালি, কাগজ নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাগজ কলম হাতে নিয়ে এ চুক্তিনামাটি লিখলেন। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ চুক্তিনামাটি এ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হচ্ছে যে, হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অমুকের পুত্র অমুকের দুনিয়াবী ভবনের পরিবর্তে **আল্লাহ্ তা'আলা** থেকে এমন একটি ভবন তাকে প্রদানের দায়িত্ব নিচ্ছে, যা তার নির্মাণাধীন ভবনের চেয়েও অধিক সুন্দর, সুরম্য ও স্থায়ীত্ব হবে। যদি ভবনটি সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু থাকে তা হবে তার জন্য **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ ও দয়া। এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে আমি তাকে একটি জান্নাতী মহল প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে এ চুক্তিনামাটি অমুকের পুত্র অমুকের নামে সম্পাদন করে দিলাম। যেটি হবে দুনিয়াবী ভবনের চেয়েও অনেক বিশাল, অধিক সুরম্য ও শানদার, আর সে জান্নাতী মহল **আল্লাহ্ তা'আলা**র নৈকটের ছায়ার মধ্যে রয়েছে।"

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চুক্তিনামাটি যুবকটির হাতে প্রদান করে তার প্রদত্ত একলক্ষ দিরহাম সন্ধ্যার পূর্বেই ফকির ও মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। সে মহান চুক্তিনামাটি সম্পাদিত হয়েছে তখনো ৪০ দিন অতিবাহিত হয় নি, এর মধ্যে একদিন ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি মসজিদের মিহরাবের দিকে পড়ল। তিনি সেখানে ঐ যুবকটির সম্পাদিত চুক্তিনামাটি দেখতে পেলেন! "চুক্তিনামাটির অপর পৃষ্ঠার কালি বিহীন এ লিখাটি শোভা পাচ্ছে, **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে মালিক বিন দিনারের জন্য দায়মুক্তির সুসংবাদ, তুমি আমার নামে যে মহলটির জিম্মাদারী নিয়েছ আমি তা ওই যুবককে দিয়ে দিয়েছি বরং তার চেয়ে আরো ৭০ গুণ বেশী প্রদান করেছি।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ঐ লিখাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি সে যুবকটির বাড়িতে যান। সেখান থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলেন, যুবকটি গতকাল ইন্তেকাল করেছে। যুবকটির গোসলদাতা জানায় যে, যুবটির মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ডেকে অসিয়ত করল: তুমি আমার লাশের গোসল দেবে এবং এ কাগজ (যা সে আমাকে দিয়েছে) আমার কাফনের মধ্যে রাখবে। অতঃপর তার অসিয়ত অনুযায়ী তাকে দাফন করা হয়। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মসজিদের মিহরাবে পাওয়া কাগজটি গোসলদাতাকে দেখান। সাথে সাথে গোসলদাতা চিৎকার দিয়ে বলে উঠে: **আল্লাহ্**র কসম! এটা তো সে কাগজ যা আমি কাফনের মধ্যে রেখেছিলাম। এ ঘটনা দেখে এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খিদমতে দুই লক্ষ দিরহাম পেশ করে, তার জন্যও লাভের চুক্তিপত্র লিখার আবেদন জানান। তিনি বললেন: যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তা'আলা** যার সাথে যা ইচ্ছা, তাই করেন। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সে মরহুম যুবকের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করলেন। (রওজুর রিয়াহিন, ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক, আর তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জিসকো খোদায়ে পাক নে দি খোশ নসিব হে,
কিতনি আযিম চিজ হ্যায় দৌলতে ইয়াকিন কি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আউলিয়া কিরামদের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সমসাময়িক ছিলেন। আপনারা শুনলেন; মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁকে কত উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতা দান করেছেন যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ দুনিয়াবী মহলের বিনিময়ে জান্নাতী মহল বিক্রয় করে দেন। প্রকৃত পক্ষে **আল্লাহ্**র অলিদের শান অনেক উর্ধ্বে। আউলিয়া কিরামদের শান বুঝার জন্য এ হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় সামান্যতম রিয়াও শিরক, আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ্**র অলিদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে **আল্লাহ্ তা'আলা**র সাথে যুদ্ধ করে। **আল্লাহ্ তা'আলা** নেক্কার, পরহেজগারদের, গোপনীয় ব্যক্তিদেরকে ভালবাসেন। যারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ-খবর নেয় না। উপস্থিত থাকলে তাদের ডাকে না এবং কাছেও আসতে দেয় না। তাদের অন্তর সমূহ হচ্ছে হিদায়াতের আলোক বর্তিকা। যার আলোতে প্রত্যেক অন্ধকার দূর হয়ে যায়। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২ খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৩২৮)

প্রত্যেক নেক্কার বান্দাকে সম্মান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **আল্লাহ্**র দরবারে মাকবুল হওয়ার জন্য প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করার প্রয়োজন নেই। বরং মুখলিস বা নিষ্ঠাবান বান্দাই **আল্লাহ্**র দরবারে অধিক মকবুল বা গ্রহণযোগ্য। যদিও দুনিয়াতে কেউ তাদেরকে কাছে বসতে দেয় না। নিখোঁজ হলে কেউ তাদের খবর নেওয়ার থাকে না।

মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের জন্য কান্না করার মত কেউ থাকে না। যখন কোন মাহফিলের তাশরীফ নিয়ে আসে, তখন কেউ তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার কেউ থাকে না। যা হোক, আমাদেরকে শরীয়তের অনুসারী প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যদি তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে তাঁদের প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা অনেকে অপ্রকাশ্যে **আল্লাহ্**র ওলি হয়ে থাকেন, কিন্তু আমরা চিনতে পারিনা। তাই অজান্তে তাঁদের শানে কোনরূপ বেয়াদবী (মানুষদেরকে) ধ্বংসের অতল গহব্বরে নিক্ষেপ করবে।

বেয়াদবের করুণ পরিণতি

বর্ণিত আছে: বর্ষার দিন ছিল, মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার পর বৃষ্টি থামল। আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল। মৃদু বাতাসের ঝাঁপটা এসে মানুষের গায়ে আছড়ে পড়ছিল। এমন সময় জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিহিত এক পাগল ছেড়াফাটা জুতা পরিধান করে বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন একটি মিষ্টি বা হালওয়া দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মিষ্টি বিক্রেতা অত্যন্ত সম্মান করে তাঁকে এক পেয়ালা গরম দুধ পান করতে দিল। তিনি বসে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে দুধ পান করলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বলে আবার চলতে আরম্ভ করলেন। এক নর্তকী তার বন্ধুকে নিয়ে তার ঘরের বাইরে বসে ছিল। বৃষ্টির কারণে রাস্তায় কাঁদা জমেছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

বেখেয়ালে সে পাগলের পা কাঁদাতে গিয়ে পড়ল। ফলে কাঁদার ছিটকানি উঠে সে নর্তকীর কাপড়ে লাগল। এতে তার অসভ্য বন্ধুটি ক্ষুদ্ধ হয়ে ওই পাগলটির গালে চড় মারল। চড় খেয়ে পাগল লোকটি **আল্লাহ্**র শোকরিয়া জ্ঞাপন করে কললেন: **হে মালিক**। তোমার লীলা বুঝার সাধ্য নেই। কোথাও দুধ পান করাও আবার কোথাও ভাগ্যে চড় জুটে। আচ্ছা! বরং আমি তোমার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আছি। এটা বলে পাগল লোকটি সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নর্তকীর বন্ধুটি কোন কারণে ঘরের ছাদের উপর উঠল, আর পা পিছলিয়ে উপুড় হয়ে ছাদ থেকে মাটিতে পড়ে সাথে সাথে মারা গেল। যখন দ্বিতীয় বার সে বাড়ির নিকট দিয়ে পাগলটি যাচ্ছিল, কোন এক ব্যক্তি ঐ পাগলকে বলল: আপনি সে লোকটিকে বদ-দো'আ করেছিলেন, তাই সে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। পাগল বলল: **আল্লাহ্র কসম!** আমি তাকে কোন বদ-দো'আ করিনি। ঐ ব্যক্তি বলল: তাহলে সে মারা গেল কেন? পাগল বললেন: আসলে ব্যাপার হচ্ছে; অজান্তে আমার পা থেকে নর্তকীর কাপড়ে গিয়ে কাঁদা লাগে, এতে তার বন্ধুটি আমার উপর রাগান্বিত হয়ে চড় মেরে দেয়, আর যখন সে আমাকে চড় মারল, তখন আমার **আল্লাহ্ তা'আলা** তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। আর সর্বশক্তিমান মালিক তাকে ছাদ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্‌র অলিদের নিকট দুনিয়া একেবারে মূল্যহীন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতী মহলের চুক্তিপত্র নামক ঘটনাটিতে আউলিয়া কিরামদের মাহাত্ম্য যেমনি ফুটে উঠেছে, তেমনি তাদের দুনিয়া বিমূখতা ও উম্মতদের সংশোধনের ক্ষেত্রে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও মহান সাধনার চিত্রও ফুটে উঠেছে। সে পূন্যাত্মাগণ ধর্মের প্রতি মানুষদের বিমূখতা এবং দুনিয়ার প্রতি তাদের লোভ লালসা ও ব্যস্ততা দেখে খুবই চিন্তামগ্ন থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নিকট দুনিয়ার কোন মূল্যই ছিল না। দুনিয়ার মোহ লালসার নিন্দায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা সদা সর্বদা তাদের চোখের সামনে থাকত।

দুনিয়া সম্পর্কিত ১৭টি হাদীস শরীফ:

{১} পক্ষীদের জীবিকা

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমি **তাজেদারে রিসালাত, শাহীন শাহে নবুওয়াত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “তোমরা যদি **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর এমন তাওয়াক্কুল কর, যেরূপ তার উপর তাওয়াক্কুল করার হক রয়েছে। তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন রিযিক প্রদান করবেন, যেমনি তিনি পাখিদেরকে প্রদান করেন। ওরা সকালে খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৫১, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: তাওয়াক্কুল করার হক অর্থ হচ্ছে, সবকিছুর প্রকৃত দাতা ও পরিচালক একমাত্র **আল্লাহ্ তা'আলা**কেই মনে করা। কেউ কেউ বলেন: উপার্জনের ফলাফল **আল্লাহ্**র উপর ছেড়ে দেয়ার নামই হচ্ছে হক্কে তাওয়াক্কুল। শরীরকে কাজে নিয়োজিত করে অন্তরকে **আল্লাহ্**র ধ্যানে লাগিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। বাস্তবেও দেখা গেছে, যারা **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর তাওয়াক্কুল করে, তারা কখনো অনাহারে মারা যায় না।

কোন কবি যথার্থই বলেছেন:

রিয্ক না রাখখে সাথ মে পঞ্ছি অওর দরবেশ,
জিন কা রব্ পর আ-সরান কো রিয্ক হামেশ।

মনে রাখবেন! পাখিরা জীবিকার সন্ধানে বাসা থেকে অবশ্যই বের হয়ে দূর দূরান্তে চলে যায়, আর গাছ পালা, তরুলতার নিজ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার শক্তি নেই। তাই ওগুলো যেখানে আছে সেখানেই **আল্লাহ্ তা'আলা** ওগুলোর খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। কাকের বাচ্চারা ডিম থেকে বের হওয়ার সময় সাদা বর্ণ ধারণ করে। তাদের দেখে তাদের মা বাবা ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন **আল্লাহ্ তা'আলা** ঐ বাচ্চাদের মুখে এক ধরনের ছোট ছোট কীট একত্রিত করে দেন। তা খেয়ে এ বাচ্চা বড় হয়ে উঠে। যখন সেটা কালো বর্ণ ধারণ করে, তখন তার মা বাবা তাদের নিকট ফিরে আসে।

(মিরাত, ৭ম খন্ড, ১১৩-১১৪ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ৯ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫২৯৯ এর ব্যাখ্যা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মাধ্যম বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয় বরং মাধ্যমের উপর ভরসা না করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪শস খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ আয় রোজগারের উপায় বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং উপায়ের উপর ভরসা না করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

{২} দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থ সকল জিনিসের চেয়েও উত্তম

নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “জান্নাতের একটি চাবুক পরিমান স্থানও দুনিয়া ও এর মধ্যে সকল জিনিসের চেয়ে উত্তম।”

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩২৫০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

শাইখে মুহাক্কিক, খাতামুল মুহাদ্দিসীন, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: জান্নাতের সামান্যতম স্থান দুনিয়া ও এর মধ্যে সকল জিনিসের চেয়ে উত্তম, আর হাদীসে চাবুক শব্দটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আহোণকারী যখন কোন স্থানে অবতরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে স্থানে তার চাবুকটি ফেলে দেয়। যাতে সেখানে চাবুকের চিহ্ন থাকে এবং অন্য কেউ সেখানে অবতরণ না করে।

(আসিয়াতুল লুম’আত, ৪থ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাদীসে চাবুক দ্বারা জান্নাতের সামান্যতম স্থানকে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবেও জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে স্থায়ী, আর দুনিয়ার নিয়ামত হচ্ছে অস্থায়ী। পক্ষান্তরে জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে খাঁটি। আবার দুনিয়ার নিয়ামত সমূহ হচ্ছে নিম্নমানের আর জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে উৎকৃষ্টমানের। তাই জান্নাতের সামান্যতম স্থানের সাথেও দুনিয়ার কোন তুলনাই হতে পারে না। (মিরাতুল মানাযিহ্, ৭ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, যিয়াউল কুরআন)

{৩} দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীরা নির্বোধ

উম্মুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, সরওয়ারে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুনিয়া হচ্ছে তারই ঘর যার কোন ঘর নেই, আর তারই সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়ার জন্য সেই সম্পদ সঞ্চয় করে যার জ্ঞান (বিবেক) নেই।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫২১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

{৪} দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো বসবাস করো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাঁধ ধরে ইরশাদ করেন: "দুনিয়াতে একজন অপরিচিত ও মুসাফির হয়ে থাকো।" হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: যখন তুমি সন্ধ্যা (অতিবাহিত) করবে, তখন আগামী সকালের অপেক্ষা করো না, আর যখন সকাল (অতিবাহিত) করবে, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্থঅবস্থাকে অসুস্থতার জন্য এবং জীবনকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে নাও।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪১৬)

{৫} দুশমনদের ভয় ভীতি চলে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মাহবুবে রহমান, ছরওয়ারে যিশান, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অচিরেই তোমাদের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন কাফিরেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে এমনিভাবে আহ্বান করবে, যেমনিভাবে একজন আহারকারী তার খাবারের পাত্রের প্রতি আরেকজনকে আহ্বান করে থাকে। কেউ বলল: **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সেদিন কি আমাদের স্বল্পতার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে? তিনি ইরশাদ করলেন: "না, বরং সেদিন তোমরা সংখ্যা প্রচুর থাকবে। তবে তোমরা সেদিন বন্যার আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়ে পড়বে অর্থাৎ (তোমরা বন্যার পানিতে খড় কুটার মত ভেসে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, শৌর্যবীর্য বলতে কিছুই থাকবে না। (আশিয়াত) **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি বের করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতা, দূর্বলতা ঢেলে দিবেন। কেউ বলল: **হে আল্লাহ্র রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ওয়াহান কি জিনিস? **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়ার ভালবাসা এবং মৃত্যুর ভয়।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৯৭)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুশরিক, অগ্নি উপাসক প্রভৃতি কাফির সম্প্রদায় মুসলমানদের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিলীন করে দেয়ার জন্য এক হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এক কাফির সম্প্রদায়, অপর কাফির সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিবে, আস, মুসলমানদেরকে বিলীন করতে, কষ্ট দিতে তোমরা আমাদের সাথে অংশীদর হয়ে যাও। বর্তমানে পৃথিবীতে এ অবস্থা বিরাজ করছে। ইহুদী, খ্রীষ্টানরা একে অপরের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম নিধনে তারা আজ এক হয়ে গেছে। বরং তাদের সাথে মুশরিকরাও একত্রিত হয়েছে। **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চৌদ্দশত বছর পূর্বের সে ভবিষ্যৎবাণী আজ বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে হক (সঠিক)। আর আমাদের মোকাবেলায় কাফিরদের সাহস এত বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এর কারণ এ যুগে আমাদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য নয় বরং বর্তমানে আমাদের সংখ্যা অনেক বেশী, আর কাফিরদের কাছে আমাদের খ্যাতিও রয়েছে, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে তোমাদের এদিন থেকে তারা অনেক বেশী হবে কিন্তু তোমরা এমন হয়ে যাবে যেমন সমুদ্রের পানির ময়লা-আবর্জনা, বেশী লোক দেখানো প্রকৃতপক্ষে কিছু নয়। ভীরুতা, অনৈক্য, অস্থির মন আরাম প্রিয়তা, জ্ঞানের অভাব, মৃত্যুর ভয়, দুনিয়াবী মোহ তোমাদের মধ্যে বেশী হয়ে যাবে। (মিরকাত, ৯ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৩৬৯ এর পাদ টীকা) এগুলোর কারণে কাফিরদের মন থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি বের করে দেয়া হবে। ওয়াহান শব্দের অর্থ হচ্ছে অলসতা, অকর্মণ্যতা, দূবর্লতা, কষ্ট। তবে এখানে অর্থ হবে অলসতা বা অকর্মণ্যতা। মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন:

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে দূর্বলতার উপর দূর্বলতা সহ্য করে। (পারা: ২১, সূরা: লোকমান, ১৪ নং আয়াত) তিনি আরো ইরশাদ করেন:

رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমার রব! আমার হাড্ডি দূর্বল হয়ে গেছে। (পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত নং- ৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

অর্থাৎ তোমাদের অন্তর দূর্বল ও অলস হয়ে যাবে, জিহাদকে তোমরা ভয় পাবে। অর্থাৎ সে অলসতা ও দূর্বলতার কারণ হবে দুটি। একটি হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি তোমাদের ভালবাসা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মৃত্যুকে ভয় পাওয়া। যে জাতির মধ্যে এ দুটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে জাতি কখনো সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে না। স্মরণ রাখবেন! দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা একটি অপরটির পরিপূরক। (মিরাত, ৭ম খন্ড, ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা)

{৬} দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা সকল পাপের মূল

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আমি মদীনার তাজেরদার, রাসুলদের সরদার, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর কোন এক খুতবায় ইরশাদ করতে শুনেছি: "মদ হচ্ছে সকল গুনাহের সমষ্টি, নারীরা হচ্ছে শয়তানের রশি এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা হচ্ছে সকল পাপের মূল।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২১২)

{৭} আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার স্থান

হযরত সায়্যিদুনা মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকু, যেমন কেউ সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখে যে, তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি আসল।" (সহীহ মুসলিম, ১৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৫৮, দারে ইবনে হাজম, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: এটা শুধুমাত্র বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। নতুবা অসীম অবিনশ্বর আখিরাতের সাথে সসীম নশ্বর দুনিয়ার এমন সামান্যতম তুলনায় সমূদ্রের বিশাল পানির সাথে একটি ভেজা আঙ্গুলের পানির তুলনা হতে পারে। **মনে রাখবেন!** দুনিয়া হচ্ছে সেটা, যা (মানুষকে) **আল্লাহ্**র স্মরণ হতে অলস করে রাখে। আর যিনি বুদ্ধিমান আরেফের দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। তার দুনিয়া খুবই বিশাল। অলস ব্যক্তির নামাযও দুনিয়া স্বরূপ, যা সে সুনাম অর্জনের জন্য আদায় করে। জ্ঞানী ব্যক্তির আহার পানাহার নিদ্রা-জাগরন, বরং জীবন মরণ সবকিছু দ্বীনের স্বার্থে তথা **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমানরা **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনার্থে আহার পানাহার, নিদ্রা জাগরণ করে থাকে। حَیَاةُ الدُّنۡیَا! এক বিষয় আর حَیٰوةٌ فِی الدُّنۡیَا ও حَیَاةٌ لِلدُّنۡیَا আরেক বিষয়। অর্থাৎ পার্থিব জীবন এক বিষয়, আর দুনিয়ার মধ্যে জীবন যাপন ও দুনিয়া হাসিলের জন্য জীবন যাপন আরেক বিষয়। যে জীবন যাপন দুনিয়াতে আখিরাতের উদ্দেশ্য হয়, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে না হয়, সে জীবন যাপন সার্থক ও বরকতময়। মাওলানা রুমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ যথার্থই বলেছেন:

আব দর কাশতি হালাকে কাশতি আসত্,
আব আনদর যের কাশতি পাশতি আসত্।

অর্থাৎ নৌকা সমূদ্রে থাকলে বিপদমুক্ত থাকে আর যদি সমূদ্র নৌকার মধ্যে চলে আসে তখন ধ্বংস অনিবার্য। (মিরআত, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

{৮} মৃত মেষ শাবক

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক মৃত মেষ শাবকের নিকট দিয়ে গমন করলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ এটা পছন্দ করবে যে, (এ মৃত মেষ শাবকটি) এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে?" সাহাবায়ে কিরাম বললেন: আমরা তা বিনামূল্যে খরিদ করতে রাজী নই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌**র নিকট দুনিয়া এর চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট যেমনিভাবে এটা তোমাদের নিকট।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৫৭)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: বকরীর মৃত বাচ্চা কেউ চার আনা মূল্য দিয়েও ক্রয় করতে চায় না। কেননা এর চামড়া মূল্যহীন, আর মাংস ইত্যাদি হারাম। সেটা কে ক্রয় করবে? দুনিয়ার পরিচয় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। তা মনে রাখবেন। সুফিগণ বলেন: দুনিয়াদার ব্যক্তিকে সমগ্র জাহানের পীর মুর্শিদরা মিলেও হিদায়াত করতে পারেন না। পক্ষান্তরে দুনিয়াত্যাগী দ্বীনদার ব্যক্তিকে সমস্ত শয়তান মিলেও পথভ্রষ্ট করতে পারে না। দুনিয়াদার ব্যক্তি দ্বীনি কাজ করলেও তা দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে করে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার ব্যক্তি দুনিয়াবী কাজ করলেও তা দ্বীনের স্বার্থে করে থাকে। (মিরআত, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

{৯} দুনিয়া একটি মশার ডানার চেয়েও তুচ্ছ

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **হুসনে আখলাকের পায়কর, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এ দুনিয়া যদি **আল্লাহ্**র কাছে একটি মশার ডানার সমানও মূল্য রাখত তবে তিনি এ থেকে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩২৭)

{১০} ইবাদাত থেকে দূরে থাকার পরিনাম

হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালিন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন: **হে আদম সন্তান!** তুমি নিজেকে আমার ইবাদতের জন্য নিয়োজিত করো, আমি তোমার অন্তরকে ধনাঢ্যতায় এবং তোমার দু'হাতকে রিযিক দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব। **হে আদম সন্তান!** তুমি আমার ইবাদত থেকে দূরে সরে থেকো না, (অন্যথায়) আমি তোমার অন্তরকে দরিদ্রতায় পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমার দু'হাতকে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত রাখবো।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৯৬, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

{১১} দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণ পরকালের জন্য ক্ষতির কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রাসুলে হাশেমী, মক্কী মাদানী, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করল, আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসল সে পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্ত হল। সুতরাং তোমরা চিরস্থায়ী আখিরাতকে ধ্বংসশীল দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৬৭, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

{১২} এক দিনের খোরাক থাকলে তবে........

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদুল্লাহ বিন মিহসান খাতমি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **সাহিবে জুদ ও সাখা, আহমদে মুজতবা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে এ অবস্থায় সকাল করল, তার মন সন্তুষ্ট, শরীর সুস্থ, আর তার কাছে একদিনের খাবার আছে তবে তার জন্য পৃথিবী একত্রিত করা হল।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৫৩)

{১৩} দুনিয়া অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন; **হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**সাবধান!** দুনিয়া অভিশপ্ত, আর **আল্লাহ্**র যিকির এবং যা **আল্লাহ্ তা'আলা**র নিকটতম করে আলিম এবং তালিবে ইলম ছাড়া দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩২৯)

{১৪} আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দুনিয়া থেকে মুক্ত রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা মাহমুদ বিন লবিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **মদীনা তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** তাঁর বান্দাদের দুনিয়া থেকে এমনিভাবে বিরত রাখেন, যেমনিভাবে তোমরা নিজেদের অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের বস্তু থেকে বিরত রাখ।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪৫০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

{১৫} অর্থ লোভী অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **মুস্তফা জানে রহমত, শাময়ে বজ্‌মে হিদায়ত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দিরহাম ও দিনার (লোভী) ব্যক্তি অভিশপ্ত।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮২)

{১৬} সম্পদ ও সুখ্যাতির ভালবাসার ধ্বংসলীলা

হযরত সায়্যিদুনা কাব বিন মালিক আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন; **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বকরীর (পালের) মধ্যে ছেড়ে দিলে সেগুলো এতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু সম্পদে ও সম্মানের লালসা মানুষের দ্বীনের জন্য ক্ষতি করে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

{১৭} দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **মদীনার সরদার, দোজাহানের মালিক ও মুখতার, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুনিয়া হল মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।"

(সহীহ মুসলিম, ১৫৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইনফিরাদী কৌশিশ করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণিত কাহিনীটিতে নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন, দুনিয়াবী ভবনের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত একজন যুবকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তিনি কিভাবে তার যেহেন (মনমানসিকতা) তৈরী করলেন এবং তার সাথে জান্নাতী মহলের চুক্তি পত্র সম্পাদন করলেন। নিঃসন্দেহে নেকীর দাওয়াতের কাজে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করা খুবই ফলদায়ক। এমনকি **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ সকল নবী রাসুল عَلَيْهِمُ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের কাজে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মাদানী কাজ ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইজতিমায়ী কৌশিশের তুলনায় ইনফিরাদী কৌশিশই[১] অনেক বেশী ফলপ্রসু হয়েছে। কেননা যে ইসলামী ভাই বছর বছর ধরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে আসছেন এবং বয়ানে বিভিন্ন তারগীবাত যেমন: জামাত সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, পবিত্র রমজান মাসের রোযা পালন, আমামা শরীফ, দাঁড়ি মোবারক, বাবরী চুল, সাদা মাদানী পোশাক দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেণ, দৈনন্দিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌‘আমাতের রিসালা পূরণ, ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্স, ৪১ দিনের মাদানী কাফেলা কোর্স, একাধারে ১২ মাস, ৩০, ১২ ও ৩ দিনের মাদানী কাফেলাতে সফর ইত্যাদির কথা শুনে তা বাস্তবে রূপদানের নিয়্যতও করে নিন। তারপরও সে সব কার্যাবলী আমলে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে টিকে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু **দা’ওয়াতে ইসলামী**র কোন মুবাল্লিগ যখন তার সাথে আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে সাক্ষাত করে তার উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করেন এবং অত্যন্ত বিনম্রতা, স্নেহ মমতা ও হিকমতের সাথে তাকে সে সকল কাজ আমলে বাস্তবায়িত করার প্রতি উৎসাহিত করেন, তখন সাথে সাথে সে ইসলামী ভাইকে সে সমস্ত কাজ আমলে বাস্তবায়িত করতে দেখা যায়।

---

[১] একজনকে আলাদাভাবে নেকীর দাওয়াত প্রদান করাকে (অর্থাৎ তাকে বুঝানো) ইনফিরাদী কৌশিশ বরা হয়। আর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে বয়ানের মাধ্যমে এবং মসজিদে দরস, চৌক দরস ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোকে (অর্থৎ তাদের বুঝানোকে) ইজতিমায়ী কৌশিশ বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সুতরাং বলা যায়, ইজতিমায়ী কৌশিশের মাধ্যমে (মানুষের) লৌহ (সাদৃশ্য কঠিণ, পাষাণ, হৃদয়কে) গরম করা হয়, আর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে তাতে (ভালবাসার) মাদানী আঘাত দ্বারা সেটাকে মাদানী ছাঁচে ঢেলে সাজানো হয়।

মনে রাখবেন! ইজতিমায়ী কৌশিশের তুলনায় ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ খুবই সহজ। কেননা প্রচুর সংখ্যক ইসলামী ভাইয়ের সামনে বয়ান করার ক্ষমতা প্রত্যেকের থাকেনা। অথচ একজনের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ প্রত্যেকেই করতে পারে। যদিও সে বয়ান করতে না জানে। তাই ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে বেশী বেশী নেকীর দাওয়াত দিতে থাকুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করতে থাকুন।

নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব

পবিত্র কুরআনের ২৪ পারার সুরা হা-মীম আস সিজদায় ৩৩ নং আয়াতে মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম। যে **আল্লাহ্**র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, আর বলে আমি মুসলমান।

(পারা ২৪, সুরা: হামীম সিজদাহ, আয়াত নং- ৩৩)

ছরকারে দো'আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্**র **কসম! আল্লাহ্ তা'আলা** যদি তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন লোককেও হিদায়াত করেন, তা তোমাদের জন্য লাল উট সমূহের চেয়েও উত্তম। (সহীহ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪০৬, দারে ইবনে হাযম, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রহমতে কাওনাইন** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সৎকাজের প্রতি পথ প্রদর্শনকারীও সৎ কাজ সম্পাদনকারীর ন্যায়।"
(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৬৭৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি হিদায়াত ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান করে, তবে সে ঐ সৎ কাজ সম্পাদনকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে এবং তাদের (সৎকর্ম সম্পাদনকারীর) সাওয়াবের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্ট বা খারাপ কাজের প্রতি আহ্বান করে তারও সে খারাপ কাজ অনুসরনকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ হবে। তবে তাদের (খারাপ কাজ অনুসরন কারীদের) গুনাহের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি করা হবে না।" (সহীহ মুসলিম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৭৪)

প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

একদা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্**র দরবারে আরজ করলেন: **হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি তার আপন ভাইকে সৎকাজের আদেশ দেয়, আর খারাপ কাজ থেকে বাধাঁ প্রদান করে তার প্রতিদান কি? **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন: "আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে (তার আমল নামায়) এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে থাকি এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধা হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

মুঝে তুম এয়ছি দো হিম্মত আক্বা, দো সবকো নেকী কি দাওয়াত আক্বা।
বানাদো মুঝকো ভি নেক খাসলত, নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত ﷺ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।”(কানযুল উম্মাল)

ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের দু’টি স্মরণীয় ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতির ক্ষেত্রে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। এ সম্পর্কিত দু’টি স্মরণীয় ঘটনা শুনুনঃ।

(১) **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রাথমিক দিনগুলোতে এক এক জনের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করার জন্য আমি (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ) প্রত্যেকের ঘরে, অফিসে, বাড়িতে পর্যন্তও প্রায় সময় একাকী যেতাম। **দা’ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠা হয়েছে এখনো বেশি দিন হয়নি। আমি তখন বাবুল মদীনার কাগজি বাজারের নূর মসজিদে ইমামতি করতাম। একদা এক দাড়ি বিহীন **(Shabed)** যুবক কোন এক ভূল ধারণার কারণে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এমন কি সে আমার পিছনে নামায পড়াও ছেড়ে দেয়। একদা আমি কোথাও যাওয়ার পথে ঘটানাক্রমে সে যুবকটি তার এক বন্ধু সহ আমার সামনে এসে যায়। আমি اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ বলে প্রথমে তাকে সালাম জানাই। কিন্তু অসন্তুষ্টির ভাব প্রদর্শন করে আমার সালামের জবাব না দিয়ে সে তার মাথা নিচু করে ফেলে। আমি তার নাম ধরে বললাম: আপনি তো আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট! অতঃপর তাকে আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরি। এতে সে কিছুটা সুযোগ পেয়ে আমার প্রতি তার মনের যে কুমন্ত্রণা ছিল তা বলতে শুরু করল। আমিও অত্যন্ত বিনম্রভাবে তার প্রত্যেকটা অভিযোগের জবাব দিতে থাকি। অতঃপর সেই দুই বন্ধু আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

এরপর ওই যুবকের বন্ধুর সাথে আমার দেখা হলে সে আমাকে জানায়ঃ আমার বন্ধু আমাকে বলেছিল; বন্ধু ইলইয়াসতো একজন অদ্ভুদ মানুষ। তিনি আমাকে প্রথমে সালাম দিয়েছেন। যখন আমি অসুন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে আমার মাথা নিচু করে ফেলি, তখন তিনি অভিমানে গাল ফুলিয়ে না রেখে বরং আমাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেছেন। অতঃপর মুহব্বতের সাথে এমন আলিঙ্গন করলেন, যদ্দরুন আমার অন্তর থেকে তার প্রতি ঘৃণাভাব একেবারে চলে গেছে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মুহব্বত জন্ম নিয়েছে। এখন আমি মুরিদ হলে একমাত্র তারই মুরিদ হব। অতঃপর اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে একজন পরিপূর্ণ আত্তারীতে পরিণত হয়ে আমার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং দাঁড়ি মোবারক দ্বারা তার চেহারাকেও সজ্জিত করে নিল।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বনা কাম বিগড় যাতা হে নাদানী মে।
ডুব চাকতি হি নিহি মওজু কি তুগইয়ানী,
জিচকি কিশতি হো মুহাম্মদ ﷺ কি নিগাহবানী মে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) দ্বিতীয় স্মরণীয় ঘটনা

এটা তখনকার কথা, যখন আমি বাবুল মদীনা করাচীর খারাদারের শহীদ মসজিদে ইমামতী করতাম। সপ্তাহের বেশীরভাগ দিন বাবুল মদীনার বিভিন্ন এলাকার মসজিদে গিয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে আমি মুসলমানদের নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচয় তুলে ধরতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও ধীরে ধীরে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তবে তখনো **দা'ওয়াতে ইসলামী** দূর্বল একটি নব অঙ্কুরিত বীজের মতো ছিল। তখন আমার বাসা ছিল বাবুর মদীনার লিয়ারির মুসা লেইনে। সেখানকার এক প্রতিবেশী কোন এক অনাকাঙ্খীত ভুলের কারণে নিছক ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং আমার সাথে মারামারি করার উদ্দেশ্যে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে শহীদ মসজিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে। তখন আমি সেখান উপস্থিত ছিলাম না। তবে আমি তখন কোথাও সুন্নাতে ভরা বয়ান করার জন্য গিয়েছিলাম। লোকেরা আমাকে জানায়, সে নাকি মুসল্লিদের সামনে আমার উপর রাগের ভাব দেখায় ও অনেক শোর গোল করে। এমনকি সে বলেছে; আমি ইলইয়াস কাদেরীকে দেখে নিব এবং তার কর্মকান্ডকে প্রতিরোধ করবোই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কোন চেষ্টা করিনি এবং সাহসও হারায়নি। আমি আমার মাদানী কাজ থেকে বিন্দু পরিমাণও পিছনে আসিনি। **আল্লাহ্**র মর্জি এরূপই ছিল কিছু দিন পর যখন আমি আমার বাসায় ফিরছিলাম, তখন সে লোকটি তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মহল্লায় দাঁড়ানো ছিল। তখন আমার জন্য পরিক্ষার মুহুর্ত ছিল। তারপরও আমি সাহস হারাইনি এবং তার দিকে এগিয়ে গিয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে তাকে সালাম জানালাম। কিন্তু সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আবেগে না গিয়ে বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। আর তার নাম ধরে মুহব্বতের সাথে বললাম: অনেক নারাজ হয়ে গেছেন! আমি একথা বলার পর তার রাগ চলে গেল। তৎক্ষনাৎ মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, 'না ভাই না', ইলইয়াস ভাই কোন অসন্তুষ্টি নয়।

অতঃপর আমার হাত ধরে বলল চলুন বাসায় গিয়ে আপনাকে ঠান্ডা পানিয় পান করতে হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার বাসায় গিয়ে সে আমাকে যথেষ্ট মেহমানদারী করলেন।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বানা কাম বিগাড় যাতা হে নাদানী মে।
ডুব চাকতি হি নেহি মওজু কি তুগইয়ানী মে,
জিছকি কিশতি হো মুহাম্মদ ﷺ কি নিগাহবানী মে।

শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ নীতি স্মরণ রাখবেন! অপবিত্রতাকে অপবিত্রতা দ্বারা পবিত্র করা যায় না, বরং পানি দ্বারাই পবিত্র করতে হয়। তাই কেউ যদি আপনার সাথে অন্যায় ও অসৌজন্যমূরক আচরণও করে, তারপরও আপনি তার সাথে সৌহার্দ ও সৌজন্য মূলক আচরণই করবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর ইতিবাচক ফলদেখে আপনার কলিজা অবশ্যই ঠান্ডা হবে। **আল্লাহ্**র কসম! সে সমস্ত লোক খুবই সৌভাগ্যবান, যারা ইটের জবাব পাথর দ্বারা না দিয়ে বরং জালিমকে ক্ষমা করে দেন এবং মন্দকে উত্তমতা দ্বারা প্রতিহত করেন, মন্দকে উত্তমতা দ্বারা প্রতিহত করার প্রতি উৎসাহিত করে মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** পবিত্র কুরআনের ২৪ পারার সুরা হা-মীম আস সিজদার ৩৪ নং আয়াতেই ইরশাদ করেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো। তখনই ওই ব্যক্তি যে তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

(পারা: ২৪, সুরা: হা-মীম আস সিজদা, আয়াত নং- ৩৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আমার জীবনের উল্লেখিত স্মরণীয় ঘটনা দুটো আমি ইসলামী ভাইদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যেই বর্ণনা করেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার জীবনে এরকম আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, প্রকৃত অর্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সত্যিকার মুবাল্লিগ সেই যে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশে দক্ষ ও পারদর্শী।

ড্রাইভারের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগগণ ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ বিশিষ্ট সুন্নাতের উপর আমল করে মানুষদের অন্তরে রাসুলপ্রেমের আলো জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত আছেন। তাদের ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের বরকতপূর্ণ লেখা সমূহ মাঝে মধ্যে আমার ও হস্তগত হয়ে থাকে। সুতরাং এক আশিকে রাসুল আমাকে চিঠি প্রেরণ করে, তার সারমর্ম আমি আমার ভাষায় আরজ করার চেষ্টা করছি: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন নিয়ে আসা বাস গুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে আছে সেখান থেকে আমি গমন করি তখন দেখি একটি খালি বাসে গান বাজছে, আর ড্রাইভার বসে এক প্রকার মাদক বিশিষ্ট সিগারেট টানছে। আমি গিয়ে তার সাথে মুহব্বত সহকারে সাক্ষাত করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার সাক্ষাতের বরকত সাথে সাথেই আমি দেখতে পাই। আমাকে দেখে সে নিজেই গান বন্ধ করে দেয় এবং মাদকযুক্ত সিগারেটও নিভিয়ে দেয়। আমি মুচকি হেসে “কবরের প্রথম রাত” নামক সুন্নাতে ভরা বয়ানের একটি ক্যাসেট তাকে প্রদান করি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

সে ক্যাসেটটি নিয়ে সাথে সাথে তা চালু করে দেয়। আমিও তার সাথে বসে ক্যাসেটটি শুনতে থাকি। কেননা অপরকে বয়ান শুনানোর ফলপ্রসূ পদ্ধতি হচ্ছে, নিজেও তার সাথে বসে তা শ্রবণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বয়ানের ক্যাসেটটি তার মধ্যে ভাল প্রভাব ফেলে। ক্যাসেটটি শুনার সাথে সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় এবং বাস থেকে বের হয়ে আমার সাথে ইজতিমাতে এসে বসে পড়ে। (ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ কতই ফলদায়ক। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করা এবং তাদেরকে নামাযের দাওয়াত দেয়া অপরিহার্য। ইজতিমা ইত্যাদিতে আসা বাস ও অন্যান্য গাড়িগুলোর ড্রাইভার ও কন্ট্রাক্টরদেরও ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করতে না চায়, তাহলে অন্ততপক্ষে শ্রবণ করার অনুরোধ জানিয়ে তাকে বয়ানের ক্যাসেট দিন। আর যদি সে শুনে নেয় তবে পুনরায় সেটা নিয়ে অন্যকে দিয়ে দিন এবং যতটুকু সম্ভব হয় তাদেরকে বয়ানের ক্যাসেট দিয়ে তাদের নিকট থেকে গানের ক্যাসেটগুলো নিয়ে নিন এবং তাতে বয়ান রেকর্ড করিয়ে একের পর এক দিতে থাকবেন। এভাবে করতে থাকলে কিছু হলেও গুনাহেভরা গানের ক্যাসেটের অবসান ঘটবে। ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ ও ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** পবিত্র কুরআনের ২৭ পারার সুরা আয যারিয়াতের ৫৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

(পারা: ২৭, সুরা: আয যারিয়াত, আয়াত নং- ৫৫)

কাশ! নেকী কি দাওয়াত ম্যায় দো যা বজা, সুন্নাতে আম করতা রহো যা বজা।
গর ছিতম হো উচে ভি সাহু যা বজা, আয়ছি হিম্মত হাবিবে খোদা দি যিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর দু'টি উপদেশ মূলক বাণী

যে সমস্ত বোকা বিনা প্রয়োজনে নিজেদের বাসগৃহ ও দোকান ঘর নির্মাণ ও কারুকার্য করনে ব্যস্ত থাকে, তাদের সম্পর্কে **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি উপদেশমূলক বাণী ব্যাখ্যা সহ শ্রবণ করুন এবং শিক্ষার মাদানী ফুল সংগ্রহ করতে থাকুন।

(১) অপ্রয়োজনীয় ভবন নির্মানের প্রতি নিরুৎসাহিত করন

হযরত সায়্যিদুনা খাব্বাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মালিকে কওনো মকান, রাসুলে যিশান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নির্মাণ কাজ ব্যতীত মুসলমানের যাবতীয় ব্যয়ে সাওয়াব দান করা হয়।” (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৮২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: (ভাল নিয়্যত নিয়ে শরীয়াত মোতাবেক) পানাহার, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়। কেননা এ জিনিস গুলো ইবাদতের মাধ্যম। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণের মধ্যে কোন সাওয়াব নেই। তাই বিলাস বহুল ভবন নির্মাণের আশা আকাঙ্খা করোনা। কেননা এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হয়। স্মরণ রাখুন! এখানে বিনা প্রয়োজনে দুনিয়াবী ভবন নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। আর ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে মসজিদ, মাদ্‌রাসা খানকা, মুসাফির খানা ইত্যাদি নির্মাণ করা ইবাদত। কেননা তা সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপ ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণ করাটাও সাওয়াবের কাজ। কেননা তাতে আরামে থেকে **আল্লাহ্**র ইবাদত করা যায়। অনেক লোককে দেখা যায় যে, কারুকার্য ও চাকচিক্য করনে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং প্রতি বছর নতুন নতুন ও অত্যাধুনিক মডেলের ঘর নির্মাণে ব্যস্ত থাকে।

(মিরাত শরহে মিশকাত, ৭ম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

(২) অহেতুক দালান নির্মাণে কোন কল্যাণ নেই

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **শাহে আরব, মাহবুবে রব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দালান নির্মাণের ব্যয় ছাড়া বাকী সব ব্যয় **আল্লাহ্**র রাস্তার ব্যয় বলে গণ্য। দালান নির্মাণে কোন কল্যাণ নেই।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৯০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: বিনা প্রয়োজনে দুনিয়াবী ভবন নির্মাণ করা অপব্যয় অর্থাৎ অহেতুক খরচ করা। (মিরাত শরহে মিশকাত, ৭ম খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

শহদ দিখায়ে জহর পিলায়ে কাতিল ডাইন শওহর কুশ,
ইছ মুরদার পে কিয়া ললচায়া দুনিয়া দেখি ভালি হে।

অলিকুল সম্রাটের উপদেশমূলক কবিতা

পীরদের পীর, রওশন জমির, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী, পীরে লা-সানি, গাউছে ছমদানী হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একদা এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করলেন, যে নিজের জন্য একটি বিলাস বহুল ভবন নির্মাণ করছিল। ভবন নির্মাণের প্রতি তার আসক্তি দেখে গাউসুল আজম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তৎক্ষনাৎ এ আরবী কবিতাগুলো পাঠ করলেন।

أَتَبْنِى بِنَاءَ الْخَا لِدِيْنَ وَ اِنَّمَا   مَقَامُكَ فِيْهَا لَوْ عَقَلْتَ قَلِيْلٌ
لَقَدْ كَانَ فِيْ ظِلِّ الْاَ رَاكِ كِفَايَةً   لِّمَنْ كَانَ يَوْمًا يَّقْتَفِيْهِ رَ حِيْلٌ

<u>অনুবাদ</u>: তুমি কি চিরস্থায়ী নিবাস নির্মাণ করছ? এ জ্ঞান যদি তোমার থাকত তুমি তাতে স্বল্প দিনই অবস্থান করবে, (তাহলে তুমি তা কখনো নির্মাণ করতে না)। সে ব্যাক্তির জন্য পীলু[১] বৃক্ষের ছায়াই যথেষ্ট যার অবস্থানের সময় শুধু মাত্র একদিন এবং পরদিন এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। (তামবিহুল মুগতাররিন, ১১০ পৃষ্ঠা)

---

[১] এক প্রকার গাছের নাম, যার ডাল পালা দিয়ে মিসওয়াক তৈরী করা হয়।

আল্লাহ্‌র অলিগণ কাউকে ভবন নির্মাণ করতে দেখলে তখন..........

হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কোন দরবেশকে ভবন নির্মাণ করতে দেখলে তিনি তার নিন্দা করতেন আর বলতেন: তুমি এ ভবনের জন্য যা ব্যয় করছ তা থেকে তুমি নির্বিঘ্নতা ও প্রশান্তি লাভ করতে পারবে না। (প্রাগুক্ত, ১১১)

উচেঁ উচেঁ মকান থে জিনকে,
তংগ কবরো মে আজ আন পড়ে।
আজ ওহ হ্যাঁয় না হ্যাঁয় মকান বাকী,
নাম কো ভি নেহি হ্যাঁয় নিশান বাকী।

শিক্ষা মূলক কাহিনী

মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানের এক যুবক ধন সম্পদ উপার্জন ও বিত্তশালী হওয়ার জন্য বুক ভরা আশা নিয়ে নিজ পরিবার পরিজন, মাতৃভূমি সবকিছু ত্যাগ করে দূরদেশে পাড়ি জমায়। সে দেশে গিয়ে ওই যুবক প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিজ পরিবার পরিজনের নিকট প্রেরণ করতে থাকে। তার এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে একটি আলিশান নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়। ভবন নির্মাণের জন্য ওই যুবক বছরের পর বছর ধরে তার পরিবার পরিজনের নিকট অর্থ পাঠাতে থাকে এবং তারাও ভবন নির্মাণ ও এর কারুকাজ করনে ব্যস্ত থাকে। অবশেষে ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হল। এ ব্যক্তি যখন আসে তখন এই নতুন ভবনে জীবন যাপনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ওই নব নির্মিত ভবনে উঠার এক সপ্তাহ আগেই তার ইন্তেকাল হয়।

সে নব নির্মিত আলিশান ভবনের পরিবর্তে মাটির অন্ধকার কবরে প্রত্যাবর্তন করেন।

জাহা মে হে ইবরত কে হারসু নুমুনে, মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রংঅ বুনে।
কভি গওর ছে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে, যু আবাদ থে ওহ মকান আব হে ছুনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে, তামাশা নেহি হে।

ধন সম্পদ ১০০ বছরের হলেও চোখের পলকের বিশ্বাস নেই

আহা! অনেক সময় বান্দা অলসতার নিদ্রার বিভোর থাকে, আর তার ব্যাপারে অনেক কিছু প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যেমন; “গুনিয়াতুত তালেবীন” নামক কিতাবে উল্লেখ আছে: অনেক কাফন ধুয়ে তৈরী করে রাখা হয়েছে। অথচ কাফন পরিধানকারীদেরকে বাজারে ঘুরাফেরা করতে দেখা যায়। অনেক লোক এমন রয়েছে যাদের কবর খনন করে তৈরী করে রাখা হয়েছে, অথচ দাফন হওয়া ব্যক্তি খুশিতে আত্মহারা থাকে। অনেক লোক হাসি তামাশায় বিভোর থাকে অথচ তাদের মৃত্যুর সময় খুব নিকটে এসেছে। না জানি কত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে, কিন্তু ভবনের মালিকদের মৃত্যুর সময় ও খুব নিকটে চলে এসেছে। (গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

আগাহ আপনে মাউত ছে কোয়ি বশর নেহি,
সামান সও বরস কা হেয়, পলকি খবর নেহি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আর কতদিন এ দুনিয়াতে অলসতার সাথে জীবন যাপন করতে থাকবেন, **মনে রাখবেন!** একদিন হঠাৎ এ দুনিয়াকে ছেড়ে আপনাকে চির বিদায় নিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তখন সবুজ শ্যামল বাগ বাগিচা, সুরম্য প্রাসাদ, গগন চুম্বি অট্টালিকা, ধন দৌলত, হীরা মুক্তা, সোনা রূপার অলংকার, সুনাম সুখ্যাতি, দুনিয়াবী প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই আপনার কাজে আসবে না। আপনার নরম কোমল শরীরকে নরম বিছানা থেকে তুলে কবরের মধ্যে বালিশ ছাড়া মাটির বিছানাতে রেখে দেয়া হবে।

নরম বিস্তর ঘর হি পর রেহ যায়েঙ্গে,
তুম কো ফরশে খাক পর দাফনায়েঙ্গে।

দুনিয়া হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের স্থান, আরাম আয়েশের স্থান নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর কথা স্মরণে থাকার জন্য পত্রিকার তিনটি শিক্ষনীয় সংবাদ লক্ষ্য করুন। কেননা একজনের মৃত্যু আরেকজনের জন্য উপদেশ হয়ে থাকে। যেমন: (১) একটি পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের ১৬ বছর বয়সী এক যুবতী মেয়ে দুধ গরম করছিল। হঠাৎ চুলা থেকে তার ওড়নায় আগুন লেগে তার সমস্ত শরীর ঝলসে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। (২) জনৈকা মহিলা চুলার বিস্ফোরনের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। (৩) কোন শহর দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের মিছিল যাচ্ছিল। সেই রাজনৈতিক দলের নেতাকে দেখার জন্য দুইজন লোক ট্রেনের ছাদে উঠে। ওভার ব্রিজের সাথে ধাক্কা খেয়ে তাদের মাথা ফেটে যায় এবং সাথে সাথে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

লিফটে পা রাখল কিন্তু লিফট ছিলনা এবং ......

জনৈক ইসলামী ভাই বলেন: বাবুল মদীনার একটি ভবনের চতুর্থ তলা থেকে নিচে নামার জন্য একজন মহিলা লিফটের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কারো সাথে আলাপরত ছিল। লিফটের দরজা খোলা ছিল। কথা বলাবলির এক পর্যায়ে সে মহিলাটি না দেখে লিফটের ভিতর পা রাখল। কিন্তু তখন লিফট নেই, আর এভাবে সে বেচারি লিফটের খালি স্থান দিয়ে চতুর্থ তলা থেকে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উপদেশ মূলক কবিতা

চল দিয়ে দুনিয়া ছে সব শাহ্ ও গদা, কুয়ি ভি দুনিয়া মে কব বাকী রহা?
জিতনে দুনিয়া সিকান্দর থা চলা, যব গিয়া দুনিয়া ছে খালি হাত থা।
লইলহাতে ক্ষেত হোঙ্গে সব ফানা, খোশনুমা বাগাত কো হে কব বকা?
তু খুশি কে ফুল লেগা কব তলক, তু এয়াহা জিন্দা রহেগা কব তলক।
দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু না যা, আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া।
মালে দুনিয়া দো জাহা মে হে ওবাল, কাম আয়েগা না পেশে যুল জালাল।
রিযক মে কসরত কি সব কো যুছতুজু, আহ! নেকী কি করে কোন আরজু।
দিল গুনাহ মে মত লাগা পস্তায়েগা, কিছ তরাহ জান্নাত মে ভাই যায়েগা?
দিল ছে দুনিয়া কি মুহব্বত দূর কর, দিল নবীকে ইশক ছে মামুর কর।
আশক মত দুনিয়া কে গম মে তু বাহা, হ্যা নবীকে গম মে খোব আসু বাহা।
হো আতা ইয়া রব হামে ছোযে বিলাল, মাল কে জঞ্জাল ছে হামকো নিকাল।
ইয়া ইলাহী কর করম আত্তার পর,
হুব্বে দুনিয়া ইছকে দিল ছে দুর কর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আলিশান ঘর সমূহ কোথায়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজ আমাদের অধিকাংশকে দুনিয়ার ভালবাসায় বিমুগ্ধ দেখা যাচ্ছে। পরকালের ভালবাসা বিন্দু মাত্রও দেখা যাচ্ছে না। যার দিকে তাকাবেন, তাকেই দুনিয়ার ধনদৌলত জমা করা, দুনিয়াবী ডিগ্রী অর্জন করা, আর ধ্বংসশীল দুনিয়ার, জায়গা জমি, দালান কোঠা অর্জনের প্রচেষ্টায় রয়েছে। নেকী ও ইশ্কে রাসুলের চিরস্থায়ী ধন ভান্ডার, মাগফিরাতের সনদ এবং **আল্লাহ্ তা'আলার** মহান নিয়ামত জান্নাতুল ফিরদৌস লাভের প্রচেষ্টা খুব কম লোকেরই মধ্যে রয়েছে। হে দুনিয়ার বিলাস বহুল ভবন ও গগনচুম্বী অট্টালিকা সমূহ নির্মাণের প্রচেষ্টায় বিভোরগণ কান পেতে শুন! পবিত্র কুরআন কি বলছে। **আল্লাহ্ তা'আলা** পবিত্র কুরআনের ২৫ পারার সুরা আদ দুখান এর ২৫-২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾ كَذٰلِكَ ۟ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> তারা কত বাগান ও প্রস্রবন ছেড়ে গেছে এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান এবং নিয়ামতগুলো যেগুলোর মধ্যে তারা সুখী ছিল। আমি অনুরূপই করেছি এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন কান্না করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়নি।

(পারা: ২৫, সুরা: দুখান, আয়াত নং: ২৫-২৯)

২২ পারার সুরাতুল ফাতির এর ৫নং আয়াতে মহান **আল্লাহ্ তা'আলা** আরো ইরশাদ করেন:

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানব কুল! নিশ্চয় **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ওই বড় প্রতারক।

(পারা: ২২, সুরাতুল ফাতির, আয়াত নং- ৫)

গভীরভাবে চিন্তা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, কি উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এ দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা কিভাবে আমাদের জীবন অতিবাহিত করেছি? আহ! মৃত্যু, কবর, হাশর, মিযান, পুলসিরাতের উপর আমাদের কি অবস্থা হবে? আমাদের ঐ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যারা আমাদের পূর্বে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে গেছেন, জানিনা কবরে তাদের সাথে কি হচ্ছে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করতে থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়ার মোহ ও দীর্ঘ আশা আকাঙ্খার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবেন এবং মৃত্যুর স্মরণের বরকতে নেকীর প্রতি আগ্রহের সাথে সাথে আপনার আমল নামাতে অনেক প্রতিদান অর্জন হবে। যেমন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(আখিরাতের ব্যাপারে) কিছুক্ষণ সময়ের জন্য চিন্তা ভাবনা করা, ৬০ বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"

(জামেউস সগির লিস সুয়ুতি, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

৭০ দিনের পুরাতন লাশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** হচ্ছে আহ্‌লে হকদের পছন্দনীয় একটি মাদানী সংগঠন। আসুন, ঈমানকে সতেজ করার জন্য মাদানী মাহলের বরকতের একটি আজিমুশশান মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন:

৩রা রমজানুল মোবারক ১৪২৬ হিজরী, মোতাবেক ৮/১০/২০০৫ ইংরেজী রোজ শনিবার পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। ওই ভূমিকম্পে প্রায় লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে মুজাফ্‌ফরাবাদ (কাশ্মিরের) মির তাসুলিয়া নামক এলাকার বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী নাসরিন আত্তারীয়া বিনতে গোলাম মুরসালিন, যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন তিনিও ওই ভূমিকম্পে শাহাদাত বরণ করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।”(কানযুল উম্মাল)

মরহুমার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ৮ই জিলকদ ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ১০/১২/২০০৫ ইংরেজী রোজ সোমবার রাত ১০ ঘটিকার সময় কোন কারণে কবর খোলা হয়, কবর থেকে নির্গত সুগন্ধিতে সবার মন মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়ে যায়। শাহাদাত বরণ করার ৭০ দিন পরও নাসরীন আত্তারীয়ার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার কাফনের কাপড়ও ধবধবে সাদা থেকে যায়। **আল্লাহ্ তা'আলা** রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সকল ইসলামী ভাই দৈনন্দিন সময় নির্ধারণ করে ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইন্‌'আমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের (আরবী মাসের) প্রথম দশ তারিখের মধ্যেই তা নিজ যিম্মাদারের নিকট জমা করুন এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন মাদানী কাফেলাতে নিজেও সফর করবেন এবং অপরাপর ইসলামী ভাইদের উপর ইনন্‌ফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সফর করাবেন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ এতে প্রচুর বরকত অর্জন হবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

বিয়ের দাওয়াতে সাওয়াব অর্জনের মাদানী ব্যবস্থাপত্র

বিয়েতে যেখানে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়, সেখানে খাবারের দাওয়াতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক একটি **"মাদানী বস্তা"** (STALL) লাগিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী মাদানী রিসালা, লিফলেট এবং সুন্নাতেভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ ইত্যাদি ফ্রি বন্টন করার ব্যবস্থা করে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। আপনি শুধুমাত্র মাকতাবাতুল মদীনায় অর্ডার প্রদান করুন। বাকী কাজ اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা নিজেরাই সামলিয়ে নিবে। **আল্লাহ তা'আলা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

নোট: তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান, চেহলাম, গেয়ারভী শরীফের খাবারের দাওয়াত ইত্যাদির অনুষ্ঠানেও **ইছালে সাওয়াবের** জন্য এভাবে **"লঙ্গরে রাসাইল"** এর মাদানী বস্তার ব্যবস্থা করুন। **ইছালে সাওয়াবের** জন্য নিজের মরহুম আত্মীয়দের নাম ব্যবহার করে **ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম** এবং অন্যান্য ছোট বড় কিতাব, রিসালা এবং লিফলেট ইত্যাদি বন্টন করতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net